গরুগম্ভীর গরুতর

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

ইন্টারভিউ চলছে

—এই কাম করার অভিজ্ঞতা আছে?

—আছে স্যার।

—নারীজাতিকে করেছেন?

—ইয়েস স্যার।

—আমি মাতৃজাতির কথা বলতে চাই।

—জানি স্যার। নারীমাত্রই তো মাতৃজাতি।

—ভেরিগুড। রাইট কথা বলেছেন। আপনার কোত দিনের অভিজ্ঞতা?

—দশ বছর ধরে তো করছি।

—সে ঠিক আছে। জানতে চাইছি গোমাতাদের কোতদিন ধরে করেছেন।

—না স্যার, মনুষ্যমাতাদের করেছি। কারণ মনুষ্যপুত্ররা অনেকেই বাইরে থাকে, বিদেশে থাকে, আমাকেই তো ভার দিয়ে যান। মায়েদের হাঁটুর বাত, কোমরের বাত...

—না-না-না, শুনেন, গোমাতাদের ওতো বাতটাত হয় না। আমি একজন ম্যাসিয়োর রাখতে চাইছি, কেন কি, গোমাতাদের শরীরে যাতে ভালভাবে রক্ত চলাচল করে, যেন একটু আরামে থাকে, রিল্যাক্স্ পায়, গোমাতার সেবক হিসেবে সেটা আমি করতে চাই। অনেকে সেবা বলতে বুঝে শুধু খাওয়ানো। একটা কোয়ালিটি লাইফ দিতে গেলে শুধু খেতে দিলেই হোবে? হেলথ্, এন্টারটেনমেন্ট, এডুকেশন...তবে গরুদের এডুকেশন না দিলেও চলবে, গরুরা সেলফ এডুকেটেড। ভগবান ওদের জন্ম থেকেই শিক্ষিত করে পাঠায়। আমি আমার গরুদের গান শোনাই, পিঠ খুজলে দিই, সব দেখাব। তার আগে বলুন গরু সম্পর্কে কী জানেন।

—গরু? ছোটবেলায় তো গরু রচনা লিখতাম। বলতে গেলে প্রথম রচনা তো গরু নিয়েই। গরু একটি গৃহপালিত চতুষ্পদ জীব, দুইটি কান, দুইটি চোখ, দুইটি...

—আরে এ তো সবাই জানে, নতুন কী জানেন বলেন।

—হ্যাঁ স্যার। বলছি। গরুর চারটি পা। পায়ে ভগবানই জুতো পরিয়ে দিয়েছেন, ওটাকে খুর বলে। এই জুতোয় পালিশ লাগে না, হাফসোলও লাগে না। গরুর দন্ত আছে, কিন্তু কামড়ায় না। গরুর নাক আছে কিন্তু পরের বিষয়ে নাক গলায় না। গরুর চোখ আছে, কিন্তু অন্যের সুখে চোখ টাটায় না। গরুর দুধ-মল-মুত্র সবই কাজে লাগে। বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। যেমন নরবর, বন্ধুবর, নৃপবর...। গো-বর হল গরুর শ্রেষ্ঠ অংশ...

—আরে ভেরি গুড ভেরি গুড, জবর বলেছেন। গোবর নিয়ে বেস্ট কথা বলে দিয়েছেন। আর কুছু কথা দরকার নাই মদনবাবু, আপনাকেই অ্যাপয়েন্ট কোরা হল। তার আগে চলুন আমার গোসেবা কেন্দ্রটা দেখিয়ে আনি।

রাজেশ পান্ডের গোশালা

রাজেশ পান্ডের বাড়িটা দোতলা। একটু পুরোনো আমলের বাড়ি। খাড়া সিঁড়ি। একতলাটায় ভাড়া বসানো আছে। জিলাবি-কচৌড়ি-লাড্ডু-মিঠাইয়ের একটা দোকান আছে, 'রামবাবু ভুজাওয়ালা'। পাশে হার্ডওয়ারের দোকান, পেছনে দোকানের গুদামঘর। মাঝখানে একটা ছোট চায়ের দোকান। এইসব দোকানঘর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল রাজেশজির বাবার আমলে। যখন মা ভগবতীর আদেশ হল, তখন একতলার ভাড়াটাদের সরানোর কোনও উপায় ছিল না, অগত্যা ছাদের ওপরেই সেবা কেন্দ্রটা করতে হল।

পান্ডেজি মদন দফাদারকে নিয়ে ছাদে গেলেন। হাওয়াই চটি পায়ে দিয়ে ঢুকতে হল। একটা গোয়াল-গোয়াল গন্ধ, যা পঞ্চগব্যের মূলত দুটি প্রধান উপাদানে উৎপন্ন। গোমূত্র ও গোময়। তার সঙ্গে মিশেছে মশা মারার কয়েলের গন্ধ। একটা সাউন্ড সিস্টেমের পশ্চাদ্দেশে একটা পেনড্রাইভ গোঁজা আছে। ওখান থেকে গীত উদ্গীরিত হচ্ছে—মেহবুবা...মেহবুবা। পান্ডেজি বলল, এখন একটু চাঙ্গা করার গান বাজছে। সকালবেলা গায়ত্রী স্তোত্র হয়, গাইমাতারা শোনে। আমিও গাই। তারপর গোবন্দনা। তারপর ভজন। থোড়া বাদ থোড়ি সি চেঞ্জ। একটু ওনা গান। গোমাতারা তো চা খায় না। তাই একটু এনার্জি সং। এটাই চায়ের কাজ করে।

দেখুন সব কালারের গরু রয়েছে। ব্ল্যাক আছে, হোয়াইট আছে, ইয়েলো ভি আছে, লেকিন, কোনও কী বোলে—বর্ণবিদ্বেষ নেই। বর্ণবিভাজন নেই। সব এক আছে। সব মা ভগবতীর সন্তান আছে। সবার সঙ্গে সিস্টার সিস্টার রিলেশন। দেখেন, আমার এই ছাদ, একুইশশো স্কোয়্যার ফুটের আছে, উপরে শেড বানিয়ে দিয়েছি। এখন আঠারটা গাইমাতা এখানে আছে। আরও তিন-চারটা নিতে পারব। এভারেজে কী হল? কারিপ কারিপ একশো স্কোয়্যারফিট করে এস্পেস পার গাই। খুব কমফোর্টে থাকবে। এটা স্টোররুম আছে। এখানে ফুড আছে। কুঁচাখড়, খইল, ভুসি, নিমক, গুড়। ওই যে বইয়াম দেখছেন, তার ভিতরে ভিটামিন ট্যাবলেট আছে। এ-বি-সি-ডি সোব। লুহা ভি আছে। আয়রন ট্যাবলেট। রেগুলার খিলানো হয়।

এই যে আমার রাখাল। এর নাম ভি রাখাল আছে, কাম ভি রাখাল আছে। লেকিন মাঠ নাই, ছাদ আছে। এই রাখাল চরণ আমার এইসব গাই দেখভাল করে। বংশী বাজাতে পারে না। সিডি বাজায়, পেনড্রাইভ ভি আছে। খুব এফিসিয়েন্ট আছে। চারটে চাঙ্গা কোরার গান বাজাল—মেহবুবা, কাহে মুঝে কাহে জংলি কহে, তু ষোলা

বরষ কী—এই সোব। ফির শুনেন ভজন চালিয়ে দিয়েছে। গাইমাতার লাঞ্চ করার পর কুন গানবাজনা নাই। রেস্ট। আবার সিক্স পি এম টু সেভেন পি এম। তারপর ডিনার, ব্যাস, বুলু লাইট জ্বালিয়ে দিবে। তারপর রাখাল নিজের গলায় নিদ গীত গাইবে। পরে শুনে লিবেন। ঘুম পাড়ানি পিসি মাসি পাল্ডে বাড়ি আসো, চেয়ার সোফা কুছভি নেই মায়ের চোখে বোসো। মশার কয়েল বন্ধ হয়ে যাবে কেন কি ওটার ধুঁয়া ভাল নয়। ফ্যান চলবে, আর পটাশ তেল আছে, মানে কেলাপটাশ, কী যেন বলে ইউকেলাপটাস তেলের বাটি আছে, ফ্যানের হাওয়া চারদিকে সেই তেলের গোন্ধো বাঁটিয়ে দেয়, তো মশা থাকে না। দিনের বেলা ভি ফ্যান আছে, দেখেন, চারখানা স্ট্যান্ড ফ্যান। এখন দরকার নাই বলে চলছে না। রাখাল সব বুঝে কাম করে। এই যে জোলের পাইপ, মুখে ঝাঝরি লাগানো আছে। গাইমাতাদের বাথসিস্টেম, মানে চান কোরা। গর্মিকালে ডেলি, শীতসোময় হপ্তা মে দুবার-একবার চান করানো হয়। আর গোপাউডার ভি আছে গোপাল মহারাজজির আশ্রমের তৈয়ারি। সোকাল সন্ধ্যায় গো ধূপ জ্বালানো হয়। লাঞ্চ ডিনার ছাড়াও সোকালে নাস্তা দেয়া হয়। ব্রেকফাস্ট। গ্রিন সালাড খিলানো হয়। বাধাগোবি পাত্তা, বায়গন, পরবল, কাঁঠালের বডি, টমাটর—যখন যা মিলে। আর এই দেখুন খুজলা ইনস্ট্রুমেন্ট। কাঠের হাত আছে, বইয়াম থেকে ঘিউ তুলবার সময় যেমন আঙ্গুল বেঁকাতে হয়, সেরকম আঙ্গুল বেঁকানো আছে। রাখাল ভি খুজলে দেয়, আমি ভি খুজলে দি। মতলব, সেবা করি। সোব বেবস্থা করেছি, লেকিন মেসাজ করানোর কুছু করা হয়নি, সেজন্য আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম, ডেলি এগারটায় আসতে হোবে, মেসাজ হবার পর গোসল, সরি, নাহানো মতলব গোস্নান হবে। আমি প্রতি উইকে একদিন, মতলব গুরুবার বাবুঘাটে গিয়ে মেসাজ নিয়ে আসি। ওরা তেল দিয়ে দলাইমলাই করে। ওদের রিকোয়েস্ট করেছিলাম, ওরা রাজি হল না কারণ কি গোমাতার প্রতি রোমে একজন করে দেবতা আছে। গায়ে থাপ্পড়-উপ্পড় মারা চলবে না। আমাদের পিঠে, ঘাড়ে ওরা থাপ্পড়-উপ্পড় মারে কিনা, উদের অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। আপনি থাপ্পড়-উপ্পড় মারবেন না, প্রেম সে, ধীরে ধীরে কাম করবেন। গরুর কোন জায়গাটা সবচেয়ে সেনসেটিভ বোলেন তো, কোন জায়গা মালিশ করলে সবচেয়ে আরাম পায়? ঠিক জায়গাটা দেখিয়েছেন। গোলাটা। গোলাতে হাত বুলালে ওবা খুব শান্তি পায়। মায়ের সঙ্গে সন্তান যেমন গোলায় গোলা দিয়ে লেগে থাকে, তেমন সুখ পায়। আ গোলে লাগ যা। গোলায় গোলায় থাকে যারা ওরা হল ভাল গোয়ালা। বুঝেন না?

পইসা আপনি যা চেয়েছেন, তাই দিব। লেকিন প্রেম লাগিয়ে কাম করবেন।

চামড়ার জুতা পরে এখানে প্রবেশ করবেন না। তবে উটের চামড়া চলতে পারে। উটের চামড়ার রং কেমন হয় জানেন তো। তার চেয়ে ভাল জুতা ছেড়ে দিয়ে রবার চটি পরে লিবেন। রবার চটি বাহার রাখা আছে।

সাংবাদিকের সঙ্গে পান্ডেজি

সাংবাদিক।। নমস্কার পান্ডেজি, আমিই ফোন করেছিলাম। আমি ভোরের ভৈরবী পত্রিকা থেকে এসেছি। আপনার এই গোসেবা বিষয়ে আপনার সাক্ষাৎকার...।

পান্ডেজি।। জি হাঁ, বসেন বসেন। চায় না লস্যি?

সাং।। ও ঠিক আছে। গরম পড়েছে, লস্যিই ভাল।

আপনার এভাবে গোসেবা কেন্দ্র করার কথা মনে হল কেন?

পাং।। তবে তো একটু ডিটেল বলতে হয়। মানুষের বৃদ্ধাশ্রম আছে না, বুঢ়া বুঢ়িরা থাকে। আমি একটা সেরকম বৃদ্ধাশ্রম করলাম এখানে যত গরু আছে সবাই সিনিয়ার সিটিজেন আছে। যারা দুধের কারবার করে, গরু যখন দুধ না দিতে পারে, তখন ওরা বিক্রি করে দেয়। তারপর বুঝেন তো কী হয়। ছি-ছি-ছি। আমি উচ্চারণ করতে পারব না। তাদের আমি লিয়ে আসি এখানে। উদ্ধার করে আনি। ওরা মাগনাতে দিতে চায় না, জোরজবরদস্ত তো করতে পারি না, ওদের মুলামুলি করে একটা টাকা দিয়ে দি। যখুন এওয়ারনেস আসবে, তখুন এমনিতেই দিয়ে দিবে। যখন গোহত্যা পুরাপুরি বন্ধ হয়ে গেলেও দিবে না, বর্ডারের উধারে চালান করে দেবে। সে জন্য দরকার পুরা এওয়ারনেস আর শিক্ষা। এডুকেশন সিস্টেমের ভিতরে ঢুকাতে হবে যে গরু হল জননী। মা ভগবতী ইখানে বিরাজিত্ আছে। হাঁ, কী যেন পুছ করলেন?

সাং।। কেন আপনি এই কাজে...

পাং।। দেখেন আমার গর্ভধারিণী জনমদাত্রী মা আমাকে জনম দিবার সাতদিন পরেই স্বর্গ্ চলে গেলেন। তখন আমাকে কে দুধ দিয়ে বাঁচাল? গাইমাতা। সোবাই গর্বসে বোলে হাম মাঙ্গি কি দুধ পিয়া...আমি বলি গাইমাতা কি দুধ পিয়া। আমার মায়ের ছবিটা দেখেন—ওই দেয়ালে। ডেলি মালা ধূপ দি। যদি কামকাজে বাহার যেতে হয়, তখন মায়ের ছবিটা ক্যারি করি না। একটা গাইমাতার ছবি আছে, সেটা লিয়ে যাই, ধূপ মালা দিয়ে ভগবতী মন্ত্র পড়ি। একদিন কি হোলো জানেন? বিশোয়াস করবেন না,বাড়িটার সামনে একটা গরুকে আমার গাড়ির ড্রাইভার ধাক্কা দিয়ে দিল। গরুটা পড়ে গেল, মাথায় চোট পেয়ে গেল, মাথা থেকে রোক্তো পড়তে লাগল! আমি নিজেকে ছি ছি করতে লাগলাম, হনুমানচালিশা পাঠ করতে লাগলাম। অ্যাম্বুল্যান্স ডাকলাম, লেকিন অ্যাম্বুল্যান্স বলল মানুষের অ্যাম্বুল্যান্সে গরু নিবে না। গরুর অ্যাম্বুল্যান্স কোথায় আছে জানি না, মেটাডোর করে নিয়ে গেলাম বেলগাছিয়া গরু-ভইসয়ের হসপিটালে। সঙ্গে কে গেল জানেন? রহিম। নিজের হার্ডওয়্যারের দোকানের করমচারী। রাম আর রহিম মিলে গরুটাকে মেটাডোরে উঠাল। দেখুন—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কাকে বোলে। রাম রহিম মিলে গরুর গায়ে হাত বুলাল। কাগজে লিখবেন এটা। হাসপাতালে ভর্তি করালাম। ডাক্তার বোলল কি বাহাত্তর ঘণ্টা না যেতে কুছু বলতে পারবেন না, খুব সিরিয়াস চোট আছে। তারপর

বাড়ি এসে কী দেখলাম জানেন? আমার মায়ের ছবিটা ঝাপসা হয়ে গেছে। বিশোয়াস করেন, ঝাপসা। ক্যামেরার ফোকাস-আউট পিকচার যেরোকম। তারপর গরুটা ভাল হয়ে গেল। সাতদিন পর ছুট্টি হয়ে গেল, মায়ের ছবিটা ভি একদম ঠিক হয়ে গেল। তারপর আমার সমঝামে এসে গেল মা ইজিকাল্টু গরু। সে জন্য মাতৃজ্ঞানে গোসেবা করছি।

সাং।। খুব ভাল কথা। খুব ভাল কথা। আপনার কীসের বিজনেস পান্ডেজি?

পাং।। সে সব জেনে কী হোবে আপনাদের? পাঁচ-সাত রকমের জিনিস নিয়ে কারবার করি। শাড়ি আছে, মশারি আছে, খেসারি আছে, বাসন আছে, বেসন ভি আছে...।

সাং।। ঠিক আছে, ঠিক আছে। মায়ের আশীর্বাদে, মানে গোমাতার আশীর্বাদে আপনার বিজনেসের উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয়?

পাং।। ছি ছি ছি...ও ভাবে চিন্তা করতে নাই। ফা মলেষু... সোরি, সোরি, মা ফলেষু কদাচন। করম করে যাও লেকিন ফলের আশা কোরবে না। কোন উপ্‌গার হোবে এমন আশা করে কাম করিনি। তবে সত্যি বলতে কী বিজনেস বাড়ছে। বিশোয়াস করি মায়ের আশীর্বাদেই হচ্ছে।

নিন লস্যি এসে গেছে, পিয়ে লিন। আমার ঘরের গাইয়ের দুধের দহি লস্যি আছে।

সাং।। তাই নাকি? আপনি যে বল্লেন এখানে যত গাই আছে সবাই সিনিয়র সিটিজেন? সিনিয়র সিটিজেন গরু কি দুধ দিতে পারে?

পাং।। সোবাই সিনিয়ার সিটিজেন না আছে। দু-তিনটা কোম বয়েসের আছে। বাড়িতে গোশালা আছে তো বাহার থেকে দুধ নিব কেনো? যোখন ডেকেছি, তোখন সন্তানের মাঙ পূরণ করে লিব...মায়ের দুধই খাব...কী বোলেন হা-হা।

সাং।। একদম ঠিক বলেছেন। লস্যিটা খুব টেস্টি।

পাং।। তা তো হোবেই। কুন মিলাওত নাই। খাঁটি দুধের দহি।

সাং।। একটা কৌতূহল হচ্ছে পান্ডেজি। এই যে খাঁটি দুধ, তার মানে গরুর বাচ্চা হচ্ছে। এই বাচ্চা হবার জন্য তো একটা ষাঁড় দরকার হয়। ষাঁড় আপনি কোথা থেকে পান?

পাং।। খুব ভাল প্রশ্ন করিয়েছেন আপনি। আমি জানি মা ভগবতী গরুর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে লীলা করেন। সোব গরু ভগবতীর অংশ আছে। ভগবতীর সঙ্গে লীলা করার জন্য মহাদেব শিবজি ছিলেন কৈলাসে। কিন্তু পৃথিবীতে ভগবতীর জন্য শিব আসে না, শিবের রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ষাঁড় দরকার হয়। গরুর যখুন সময় আসে, তখুন ষাঁড়ের কাছে নিয়ে যাওয়াই যায় যদি গ্রামঘর হত কিংবা পেলেন প্লেস হত। গরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে, লেকিন নামতে পারে না। সে জন্য আমার গোসেবা কেন্দ্রে পার্মানেন্টলি একটা ষাঁড় ভি মজুত রেখেছি। যখুন দরকার হয়, তখুন

একটু লীলা করে দেয়। সেই লীলার ফলে এই লস্যি তৈয়ার হল যেটা আপনি এখন পিলেন।

সাং।। বাঃ দারুণ ব্যাপার তো!

পাং।। তাছাড়া জেনে রাখুন সোব জায়গায় একটা পুরুষ জরুরত হয়। আমার গোশালায় সবাই তো ফিমেল আছে। একটা গার্জিয়ান তো চাই। সে জন্য ষাঁড়ের দরকার। সে ফিমেলদের যা দরকার সেটা মিটিয়ে দেয়।

সাং।। ভেরি গুড। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। আপনার এই ইন্টারভিউটা আমরা সামনের সপ্তাহেই ছাপব। আমাদের কাগজে একটা হাফ পেজ বিজ্ঞাপন দিতে হবে। শাড়ি, মশারি, খেসারি যা খুশি।

দফাদার না ফাদার

মদনচন্দ্র দফাদার অনেক অনেক দর কষে, অনেক উঠে বসে, অনেক ঘষে ঘষে কোনমতে সাংসার চালায়। কিছুদিন চুলকাটা শিখেছিল, কিছুদিন কেঁচোর চাষ, কিছুদিন বালিশ বানানো, কিছুদিন পালিশের কাজ করে মালিশের কাজ। মালিশের কাজটা মন্দ নয়, কিছু মহিলাও ওকে দিয়ে মালিশ করায়। মেদবতী, মন্দ লাগে না। গোমালিশ এই প্রথম, এবং মনে হচ্ছে এই কাজের ভবিষ্যৎ আছে। কারণ দিনে দিনে দেশে গো অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে। গোমেসিওর হিসেবে ও এটা শুরু করল। সুতরাং এক নম্বর বলা যায়।

মদনের স্ত্রী-কন্যা আছে। কন্যা সবে পাঁচ বছরে পড়ল। কন্যা একদিন জিজ্ঞাসা করল, বাবা, এই যে টিভির খবরে বলে—গোপূজা, গোহত্যা, গোবলয়...গো মানে কী?

মদন বলে এখনও জানো না? 'গো' মানে গরু।

তখনই রান্নাঘর থেকে আওয়াজ এল—কী গো বাজার যাবে না? কন্যাটি কেমন যেন তাকাল ওর বাবার দিকে।

মা তোমায় গরু বলে না তো বাবা!

মা চেঁচিয়ে ওঠে। বলে—হ্যাঁ বলি তো। গরুকে গরুই তো বলব।

মদন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, বলুক গে। গরু মোটেই গালাগাল নয়। গরু খুব প্রেসটিজিয়াস এবং রেসপেক্টেবল প্রাণী। গো খুব ইয়ে শব্দ। স্যারের মতো। বাড়িতে মদনের ততটা কদর নেই। বলে—কদর্য কাজ করো, ছিঃ, কিন্তু পান্ডেজি ওকে খুব ভালবাসে। বলে আপনি মদন দফাদার। দফাদারের দ-টা বাদ দিয়ে দিলাম আমি। কী থাকল?—ফাদার। আপনি ফাদার আছেন। বহুত প্রেম আছে আপনার হৃদয়ে। দেখেন, ফাদাররা খৃষ্টো ভজনা করে। খৃষ্টোই তো কৃষ্টো। কৃষ্টোই পরে জনম লিয়ে খৃষ্টো হলেন। সম্ভবামী যুগে যুগে।—আছে না? উ মরুভূমি দেশে গরু কী করে থাকবে? ঘাস নাই, ভুসি নাই, তাই খৃষ্টো গো-পাল হতে পারলেন না। দেখেন, কৃষ্টো

দেহলীলা শেষ করলেন, লুহাতে আঘাত পেলেন, উকে তির মারল। খৃষ্টো ভি দেহলীলা শেষ করলেন লুহাতে, পেরেক বিন্ধে। কৃষ্টো জনম যখন হল রাজা ভয় পেল, যিশু জনম হল—যখন রাজা ভয় পেল। ওরা সেম আছে। আপনি গো সেবা করছেন মানে ফাদার হয়ে গেলেন। মদন ফাদার, কিংবা ফাদার মদন। আপনার কামকাজ খুব ভাল হচ্ছে। আপনি শুধু ম্যাসিয়োর নন, আপনি ম্যানেজার। আপনি আমাকে প্ল্যান দিবেন। কী কী প্ল্যান দিবেন শুনে নিন।

●এক নম্বর। কীভাবে গোমাতাদের আরও কিছু কমফোর্ট দিয়া যায়।

●দু'নম্বর। জনগণের মধ্যে কীভাবে আরও বেশি অ্যাওয়ারনেস দিয়া যায়। আমি আমার সেবা কেন্দ্রের প্রচার চাই না, আমি গোমাতার প্রচার চাই। সমস্ত জীব নিঃশ্বাসে খারাপ গ্যাস ছাড়ে, লেকিন গরু অক্সিজেন ছাড়ে। গোমূত্র দাদ হাজা চুলকানির মহৌষধ আছে। সেবন করলে কিডনির পাথর গলিয়ে দিবে এসব লোকে জানে না। জানাতে হোবে।

●তিন নম্বর। আমার এখানে গোমূত্রের মতো অমৃত নষ্টো হয়ে যাচ্ছে, ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ওটা কী করে সংরক্ষণ করা যায় আউর মানবসেবার জন্য কাজে লাগানো যায়, সেটা দেখতে হোবে।

●চার নম্বর। গালিহিসাবে গরু বোলা বন্ধ করতে হোবে। বোলতে শুনি 'তুই একটা গরু। গরুর মতো কাজ করলি কেনো?'—এইসোব। বাঙ্গালীরাই এরকম বোলে। এটা চলবে না।

এইসব পোয়েন্ট আপনাকে দিলাম। দেখেন কীভাবে কী করতে পারেন।

দফাদার তথা ফাদার গোশালার বেশ কিছু পরিবর্তন করলেন। যেমন একদিকে একটা বড় সিনারি লাগিয়েদিলেন। ধান্যক্ষেত্র, নারিকেল গাছ, মেঘ, উড়ন্ত পাখি নিয়ে একটা দৃশ্য। যে সব গরু গ্রাম থেকে এখানে এসেছে, ওদের মনে বেশ একটা দেশের বাড়ি-দেশের বাড়ি ভাব হবে। পরিবেশ বলে একটা কথা আছে তো। মদন শুনেছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গোয়ালঘরে নাকি বেশ কিছু এসি মেশিন বসানো ছিল। যেহেতু এই গোশালা ছাদে অবস্থিত, তাই এয়ারকন্ডিশন করা সম্ভব নয়, করতে গেলে ছাদটাকে ঘিরতে হবে। অনেক খরচ, তাছাড়া কর্পোরেশনের ঝামেলা আছে। এমনিতে পান্ডেজি গোমাতার জন্য অনেক ভেবেছেন। নতুন করে আর কিছু বলার নেই। দু'নম্বর পয়েন্টটা হল জনগণের মধ্য গো-চেতনা সৃষ্টি। সেটার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। চেতনা সৃষ্টির কাজটা একটু সময়সাপেক্ষ। পাড়ার নেতারা চেতনা সৃষ্টি করেন প্রায়ই। চেতনা সৃষ্টি করতে গেলে অনেক মাইক লাগে। অনেক হোর্ডিং লাগে, পোস্টার লাগে। প্রত্যেকটা লাইট পোস্টে মাইক বেঁধে চেতনা সৃষ্টি করতে হয়। সেটা কি মদন দফাদার পারবে? পান্ডেজি যদি কাউন্সিলরের সঙ্গে দেখা করে বলেন স্যার, একটু চেতনা সৃষ্টি করে দিন, কাজ হতে পারে। চেতনা সৃষ্টি একটা কঠিন ব্যাপার। নিজের জীবনেই তো দেখেছে।

মদন একজন ম্যাসিয়োর। লোকে কি ভাল চোখে দেখে? বলে মদনা গা টেপার কাজ করে। আরে মেসাজ তো একটা আর্ট। লোকে বোঝে না। নিজের স্ত্রীই বোঝে না। গরুর গা টেপা তো আরও খারাপ কাজ। আপাতত একটা কাজ করা যেতে পারে। গরু রচনা প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। যে সবচেয়ে ভাল রচনা লিখবে, তাকে প্রাইজ দেয়া হবে। স্কুলে স্কুলে নোটিস দেয়া যেতে পারে। গরু নিয়ে কবিতা প্রতিযোগিতা করা যেতেপারে। গো-সঙ্গীত রচনা করানো যেতে পারে, গো-কীর্তন করানো যেতে পারে। পান্ডেজির দু'নম্বর পয়েন্ট নিয়ে এটাই বলবে মদন। আর দাদ হাজা চুলকানির ওষুধ হিসেবে গো-চোনার ব্যবহার প্রচার করাটা একটু কঠিন ব্যাপার। গো রচনার ভিতরে গোচোনা ঢোকানো সময়সাধ্য কাজ। এ জন্য একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দরকার। তবে কাজ শুরু হয়ে গেছে, হয়ে যাবে। পান্ডেজিকে বলা যায় হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে দিন স্যার, আমি বিলি করে দেব।

তিন নম্বর পয়েন্টটা কাজে পরিণত করাটা আরও কঠিন ব্যাপার। গোমূত, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা তো হচ্ছেই। আমাদের পোড়া দেশে কত কী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাজলগুলো মিছিমিছি সাগরে চলে যাচ্ছে। কত বেলপাতা শিবের মাথায় না পড়ে মাটিতে ঝরে যাচ্ছে। গরুর পিছন দিক দিয়ে কত গোমূত মাটিতে পড়ছে, গোয়ালের মেঝেতে পড়ছে। কী করা যাবে? চার নম্বর পয়েন্ট—গালাগালি হিসেবে গরু বলাটা বন্ধ করা। এটাও রাতারাতি হবে না। অনেক দিনের বদ অভ্যেস। যখন এদেশের মানুষের ঠিকমতো চেতনা আসবে, তখন শুধু গরু কেন, হনুমান, ইঁদুর, গাধা এগুলোকেও গালি হিসেবে ব্যবহার করা হবে না। শুয়োরও নয়। বরাহ একবার অবতার হয়েছিলেন। তবে কুত্তা চলতে পারে। কুকুর অবতার নেই। কোনও মানুষকে গরু বলা যে গরুর অপমান, সেটা মানুষকে বোঝাতে হলে ইস্কুলের বইয়ে ঢোকাতে হবে। এত কঠিন কাজটা মদন দফাদার কী করে করবে?

আর একটা ব্যাপার পান্ডে স্যারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ষাঁড়ের ব্যাপারটা। ষাঁড়ের মন মদন যতটা বোঝে, পান্ডেজি কি ততটা বোঝে? ষাঁড়জি মাঝে মাঝে উতলা হয়ে যান। দু-চারটে তো দুধেল গাই আছে ওখানে। তখন সামলানো মুশকিল হয়। শিবজির বাহন রেগে গেলে শিবাজির মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে যান। ষাঁড় বাবাজীবনের জন্য ছাদের এক কোণায়, ট্যাঙ্কের পাশে একটা আস্তানা আছে, ওখানে ট্যাঙ্কের গায়ে একটা হরহর মহাদেবের ছবিও লাগানো আছে। কিন্তু ষাঁড় বাবাজীবন ওদিকে তাকায় না। ওর নজর ওই দিকে। মদন বলে, আরে ওদিকে তাকাস নে, সবই তো বুড়ি। ষাঁড় সার বুঝে গিয়েছে এই ছাদে যা কিছু মধু ওইদিকে। মদন ষাঁড়ের চেম্বারের সামনে একটা পর্দাও লাগিয়ে দিয়েছিল, ষড়রিপু ষাঁড়ের শরীরেও আছে। প্রথম রিপু কাম-এর সঙ্গে দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ প্রবল হয়ে গেল ওই পর্দায়। ষাঁড়টি পর্দাটি চিবিয়ে ধ্বংস করে পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে ওর তীব্র ধিক্কার প্রকাশ করল।

দফাদার ওর উন্নয়ন প্রস্তাব যথাসময়ে পান্ডে স্যারের কাছে পেশ করল। পান্ডে

স্যার ওর প্রস্তাবগুলোকে খুব গুরুত্ব দিলেন। পান্ডেজি বললেন—গরু রচনা প্রতিযোগিতা খুবই উত্তম প্রস্তাব। ইস্টেপ বাই ইস্টেপ এগোতে হবে। আস্তে আস্তে এর ভিতরে গো-চোনা-চেতনা ঢুকাতে হবে। পান্ডেজি কাউন্সিলর ন্যাবলাবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। ন্যাবলাবাবুর আসল নাম দুলাল গুছাইত। গুছিয়ে নিয়েছেন বলে ওঁকে গুছাইত বলা হয়, এমন নয়। উনি গুছাইত বংশেরই সুসন্তান। উনি বললেন ঠিক আছে, আমার ওয়ার্ডে আমি স্কুলছাত্রদের জন্য একটা গরু রচনা প্রতিযোগিতা করিয়ে দিচ্ছি, নো প্রবলেম।

প্রথম পুরস্কারের যে অর্থমূল্য স্থির হল, তাতে একটা স্মার্ট ফোন হয়ে যাবে।

ষাঁড়ের প্রসঙ্গটাও তুলেছিল মদন। ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে ষাঁড়ের ইভটিজিং প্রবণতার কথা বলেছিল। বলেছিল এটা ঈশ্বরের জীব, কামনা-বাসনা সবই তো আছে, ষাঁড়টাকে ভোলাবাবার নামে রাস্তায় ছেড়ে দিন। পান্ডেজি বললেন—সিঁড়ি দিয়ে গরুজাতি উপরে উঠতে পারে, নামতে পারে না, সেটা জানেন তো?

মদন বলেছিল—সেটা তো জানি, কিন্তু দেখুন, বাঘকে পর্যন্ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়, ষাঁড়কে সরানো যাবে না? ঘুম পাড়িয়ে—স্ট্রেচারে করে...

জোরে মাথা নাড়ালেন পান্ডেজি। না-না-না, সে হয় না। অজ্ঞান করার পর যদি জ্ঞান না ফেরে? আমার এক চাচার ইরকোম হয়েছিল। অপারেশন করার জন্য অজ্ঞান করল, ফির জ্ঞান এল না। ও রিস্ক আমি লিব না।

তাছাড়া তিনিকে ছেড়ে দিলে আমার বাছুরের বাবা হোবে কে? বাছুর না হলে দুধ কী করে পাব?

মদন বলল—সে ব্যবস্থা আছে স্যার। কোনও বড় ডেয়ারিতে ষাঁড় থাকে না। ইনজেকশনে বাচ্চা হয়। ভাল জাতের ষাঁড়ের বীজ ইনজেকশন করে দেয়।

আরও জোরে মাথা নাড়লেন পান্ডেজি। নো ইনজেকশন, ইমপসিবুল, ইমপসেবুল। বুলহি চাহিয়ে মেরা বুল। নো আর্টিফিসিয়াল। পিয়োর চিজ চাহিয়ে। ষাঁড়জির যদি একটু মদন বেগ বেশি হয়ে যায়, উকে বেলপাত্তা খেতে দিন। বেলপাত্তা মদনকে থোড়া ইধার-উধার করে দেয়। মতলব, মদনটা দমন হয়ে যায়। ম-দ-ন-এর ভিতরেই দ-ম-ন আছে। বুঝলেন মদনবাবু?

গরু রচনা

মদন দফাদার ক্রমশ গরুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। ও গরুদের আলাদা আলাদা নাম দিয়েছে। যেমন শান্তিদি, কবিতাদি, কণাদি...।

দিদি তো বটেই, সবাই সিনিয়র সিটিজেন কিনা। সব দিদির আলাদা আলাদা স্বভাব ও জানে। শান্তিদি দুপুরে খাবার পর দু'খিলি পান চিবোতে পারলে খুশি হয়, কণা ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। ললিতাদির গলকম্বলটি খুব সেনসেটিভ। গলকম্বলে হাত বুলোলে ওর সারা শরীর তিরতির করে। কবিতাদির আবার ল্যাজের

দিকটা বেশি অনুভূতিপ্রবণ। শোভাদিকে বেশি ভুসি না দিয়ে খড় মেখে দিলে রাগ করে রাখালের দিকে তাকায় না; মদনের দিকে এমন করে তাকায়, মদন চোখের ভাষায় বুঝতে পারে শোভাদি বলছে, রাখালকে একটু বকে দাও। মদন তখন রাখালকে বলে, শোভাদির খড়ে এত কম খোল ভুসি দিয়েছ কেন, অ্যাঁ? হাম্বার কত রকমের মানে। এই মাছি, বড্ড জ্বালাচ্ছিস একরকমের হাম্বা। খিদে পেয়েছে অন্যরকম হাম্বা। আবার 'এই পোড়ামুখী, আমার গায়েই হেগে দিলি?'—অন্যরকম হাম্বাস্বরে। আবার 'এই এদিকে এসো, এসো না...।' এটা অন্যরকম হাম্বা। আবার 'অঙ্গ জ্বলিয়া যায় রে' বলতে গিয়ে যে হাম্বা, সেটাকেই রাখাল বলে গরু ডাকছে, পাল খাবে।

মদনের বউ বলে, তোমার গায়ে কেমন গরু গরু গন্ধ হয়ে গেছে।

এদিকে বিরাট গরু রচনা প্রতিযোগিতার হোর্ডিং, ফ্লেক্স এসব ঝুলে গেছে। গরুর ছবির সঙ্গে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাবলাদা। অটোর মাথায় মাইক বেঁধেও 'গরু-গরু-গরু, বিরাট গরু রচনা' নিনাদিত হচ্ছে, একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ যেন।

গরু রচনার বান্ডিল এসে গেছে। এবার এখান থেকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বিচার করবে কে? পান্ডেজি বলেছেন আপনাকেই ঠিক করতে হবে। একজন সাহিত্যিককে মদন চেনে। লিখতে লিখতে ঘাড় ব্যথা হয় বলে ওঁর ঘাড় ম্যাসাজ করেছিল কিছুদিন। ওঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছিল মদন, উনি বললেন—ভেবেছ কী? আমি কবির প্রেমিকা, জল্লাদের বউ, হারেমের কান্নার মতো উপন্যাসের লেখক, গরু রচনার বিচারক হব? মেয়ের স্কুলে গিয়ে হাত কচলে এক বাংলার দিদিমণিকে অনুরোধ করল, উনি জিজ্ঞাসা করলেন ক'টা গরু? মানে ক'টা গরু রচনা পড়তে হবে? মদন বলল, তা তো হাজারখানেক বটেই। উনি বললেন, মাপ করবেন। খুঁজে খুঁজে গো সংরক্ষণী সভায় গিয়ে ব্যাপারটা বলল। ওরা এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাল, কিন্তু যেহেতু লেখাগুলো বাংলায়, তাই এর সুবিচার করতে পারবে না, জানিয়ে দিল। হিন্দিতে হলে অসুবিধা হত না। শেষে কাউন্সিলরকেই গিয়ে বলল মদন। আপনি তো এতটা করে দিলেন, বাকিটাও করে দিন। এই রচনাগুলোর বিচার করে দিন। ন্যাবলাবাবু বললেন—অন্য কী বিচার করতে হবে বলুন, মাকে খেতে দিচ্ছে না ছেলে, কিংবা স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করে স্ত্রী, ঘরের সামনে কার্তিক রেখে যাচ্ছে—এইসব বিচার করে দেব, কিন্তু আপনি যে বিচার করতে বললেন সেটা পারব না। মদন বলল—সেটা আপনি নিজে কেন করতে যাবেন? আপনার লোকজন আছে তো! ন্যাবলাবাবু বললেন—ফ্র্যাংকলি বলছি, আমাদের লোকজন দিয়ে হবে না, আমাদের ইন্টালেকচুয়াল সেলটা এখনও উইক আছে।

এসব পান্ডেজিকে রিপোর্ট করল মদন। পান্ডেজি বললেন—আউর ঝামেলার দোরকার নাই। প্রথমে আপনি আর আপনার স্ত্রী মিলে দশটা সিলেক্ট করিয়ে নিন, তারপর আমাকে শুনান। আমি ঠিক করে দিব। এ জন্য একজামিনেশন ফি ভি দিব।

বউকে কিছু বলল না মদন। রাত্রে বান্ডিল খুলে বসল। রাত জেগে দেখতে লাগল।

প্রায় সব লেখাই গরু একটি গৃহপালিত প্রাণী। চারটি পা, দুইটি চোখ, দুইটি কান, একটি লেজ...। মদনকে লিখতে দিলেও তাই লিখত। এরই মধ্যে কিছু অন্যরকমের রচনাও ছিল। যেমন—গরুর চারটি পা, একটি লেজ ইত্যাদির পর একজন লিখেছেন—গরুর দন্ত আছে কিন্তু কামড়ায় না, গরুর নাক আছে, কিন্তু কিছুতেই নাক গলায় না, গরুর কর্ণ আছে, সে সেই কর্ণ দিয়া চুপচাপ শ্রবণ করে। গরু কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে না। গরু গরুর মতোই থাকে।

একজন লিখেছে—গরুর পায়ে ভগবানের দেওয়া জুতা আছে, এর নাম খুর। ইহা বড় আশ্চর্য জুতা। গরুর পায়ের সাইজ বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে জুতাও বড় হইয়া যায়।

বাঙালি তার বাল্যকালে সুযোগ পেলে কবিতা লিখবেই। মদনও লিখেছিল—বলব কানে কানে/দুপুরবেলায় একটু এসো পিছের আমবাগানে। তারপর—'মাছের মধ্যে রুই আর শাকের মধ্যে পুঁই, পাড়ার সেরা মেয়ের নাম কল্পনা বারুই। এরকম আর কি। গরু রচনার মধ্যেও কবিতা লিখে দিয়েছে।

হে গরু, তুমি কত সুন্দর এবং নিরীহ
তোমার শিং জোড়াকে করি বড়ই সমীহ
আছে চুলযুক্ত পুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ
মশা মাছি তার কাছে তুচ্ছ
পাতা খড় ভাতের মাড়
তাহাতেই তোমার লাঞ্চ ও ডিনার

আর একজন গরুর গান লিখেছেন—

গরুকে গরুর মতো থাকতে দাও
সে নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছে
যে ঘাস খায়নি, সেটা না খাওয়াই থাক
সব খেলে নষ্ট যে মাঠ।

কিন্তু এসব দিয়ে তো কাজ হবে না। পান্ডেজি যেটা চাইছেন সেটা কোথায়?—গরু দুধ দেয়, দুধ হইতে ছানা-ঘি-মাখন হয়, গোবর হইতে খুঁটে হয়, সার হয়—এসব তো সবাই লিখছে। এতে হবে? গোমূত্রে দাদ হাজা সারে, কিডনির পাথর গলে। এমন লেখা তো এখনও পাওয়া গেল না। গরুর রোমে রোমে দেবতার বাস, এসব চাই তো।

একজন লিখেছে—গরু বড় উপকারী প্রাণী। গালাগালি হিসেবে গরু শব্দের ব্যবহার নিন্দনীয়। এই খাতাটা আলাদা রাখেন।

অনেক রাত হয়েছে।

এবার ঘুমোতে হয়।

আধো ঘুমের মধ্যেই একটা খাতা দেখতে লাগল মদন। শুরু হচ্ছে এভাবে। মানুষ একটি গৃহপালিত প্রাণী। দুইটি হাত দুইটি পা দুইটি কান দুইটি চোখ আছে কিন্তু ল্যাজ নাই। ল্যাজ না থাকার কারণে মশামাছি তাড়াতেই পারে না। তাই তাহারা কয়েল ব্যবহার করে। মানুষ সাধারণত হাম্বা ডাকে না, গানের মধ্যে হাম্বা হাম্বা শব্দ শোনা যায়। মানুষের চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখিতে পায় না। সে কারণে চশমা পরে। আমাদের মৃত্যুর পর ভাগাড়ে চালান করিলে মানুষ আবার তাহা লইয়া আসে এবং রন্ধন করিয়া প্লেটে সাজাইয়া খায়। মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। শাকপাতা ফলফলাদিও খায়। আবার আমরা যাহা খাই না তাহাও খায়। ঘুষ নামক কিছু একটা আছে যাহা উহারা খায়। আমরা জানি না উহা কী বস্তু। গরুর মতো মানুষও পাচার হয়। এখানে মানুষের সঙ্গে গরুর মিল আছে। কিন্তু মানুষ মুখ দিয়া লাল মতো কী একটা বাহির করিয়া দেয়ালে ফেলে। আমরা তাহা করি না। আমাদের মল মানুষের নানা কাজে লাগে কিন্তু মানুষের মল কাহারও কোনও কাজে লাগে না। মদনের বউ মদনকে ঠেলা দিল। বলল সেই থেকে কী বকবক করছ!

পরপর তিনদিন রাত্রে আবার গরুর রচনা নিয়ে কাজ করতে হল। দশটা অন্তত বেছে দিতে হবে। মদন নিজে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, কলেজেও কিছুদিন পড়েছে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো কয়েকটি রচনা শেষ পর্যন্ত বেছে নিতে পারল।

একটি রচনা এল—লিখেছে সুনীল মাহাতো। গরু গৃহপালিত প্রাণী। চারটি পা, দুইটি ইত্যাদি লেখার পর বইয়ের কথা নয়, একেবারে নিজের কথা লিখেছে। ইস্কুলে বাংলার নারায়ণবাবু স্যার বলতেন সব সময় নিজের কথা লিখবি। ও লিখেছে আমাদের বাড়িতে চারটি গাই দুটি বলদ আছে। বলদ চাষের কাজে লাগে। হাল দেয়, মই দেয়। গাইগরুর দুধ পান করি। গরুর দুধে ঘি হয়, ঘিতে ঘিলু ভাল থাকে।

বাঃ! এটা পাণ্ডেজির পছন্দ হবে।

গরুর গোবর কত কাজে লাগে। সার ছাড়াও জ্বালানি হয়, এবং ঘর লেপার কাজে লাগে। গোবর জীবাণু নাশ করে।

আরে ব্বা! জবাব নেই।

এরপর আছে, আমরা বাঁধনা পরবে গরুর বন্দনা করি। বাঁধনা পরব হয় কার্তিক অমাবস্যায়। সেদিন হলুদজলে গরুর পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। শিংয়ে তেল মাখানো হয়। গলায় মালা পরানো হয়। কলা, শাকালু ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। গোলায়ঘর পরিষ্কার করা হয়, মাটি দেওয়া হয়, আমাদের বিশ্বাস এইদিন মহাদেব গোয়াল পরিদর্শনে আসেন।

আমরা গোবন্দনার গান করি। গাইদের কপালে সিঁদুর পরানো হয়।

একদিন মহাদেব সুরপুরে গেল গো
সেথা গিয়া কপিলাকে মিনতি করেন গো
দয়া করে মোর সনে চল মর্ত্যভূমি

কপিলা বলেন শুন নাঞি যাব আমি
সেথায় মানুষ মোরে অবজ্ঞা করিবে গো
মহাদেব বলিলেন শুন শুন তুমে
মাতা বলি পূজিবে গো এই মর্ত্যভূমে।

এটাকেই মনে মনে ফার্স্ট করে দিল মদন। পাভেজিরও নিশ্চয়ই খুব পছন্দ হবে।

বেশ ভাল খাতা পাচ্ছে আজ। একজন আবার লিখেছে—পৃথিবী গোময়।

ম্যাঙ্গোতে গো, কঙ্গোতে গো, ট্যাঙ্গোতেও গো। গোবিন্দ নামটিই গো দিয়ে শুরু। আমাদের বংগোভূমি কি গো ছাড়া হয়। বংগো ভূষণ, বংগো বিভূষণ ইত্যাদির মধ্যেও গোপনে গো রয়েছে। গোলকধাঁধা গো দিয়েই তো হয়। গো দিয়ে সবচেয়ে ভাল হয় গোলমাল কিংবা গণ্ডগোল।

বোঝাই যাচ্ছে এটা ইয়ার্কি-ফাজলামি। কোনও ছাত্র এটা লিখতে পারে না। ছাত্রের বাপ লিখে দিয়েছে। এটা ক্যানসেল।

ইস্কুলের নারায়ণবাবু স্যার শিখিয়েছিলেন রচনা লেখার পাঁচটি স্টেপ। সূচনা, বর্ণনা, উপকার, অপকার, উপসংহার।

সবাই অপকার লিখতে গিয়ে লিখেছে গরুর গোয়ালে মশামাছির উপদ্রব হয়। কেউ লিখেছে ছাড়িয়া দেয়া গরুর বাছুর ফসল খাইয়া ফেলে। একজন অপকারের প্যারাগ্রাফে লিখেছে গরুর কোনও অপকার নাই। সে উপসংহারে লিখেছে—গরুর নানাবিধ গুণের জন্য এক গ্রাম্য কবি গাহিয়াছেন—

গো সেবা আসলে জেনো নারায়ণ সেবা
এমন সেবার পুণ্য পায় বল কেবা
গো-চনা যে মানুষ গায়েতে ছিটায়
গঙ্গায় স্নানের পুণ্য ঘরে বসে পায়
যেবা তার গোয়ালেতে নিত্য মাটি দেয়
অক্ষয় স্বর্গবাস হয়, জানিও নিশ্চয়

অপূর্ব! কে বলল দেশে প্রতিভা নেই! এইসব প্রতিভার হদিশ পেয়ে মদন এখন পুলকিত মন। মদন কি ভাবতে পেরেছিল গা টিপে বেড়ানো মদন এমন ট্যালেন্ট টিপ করতে পারবে?

আরও কয়েকটার পর এই রচনাটা মনে ধরল মদনের। একটি মোসলমান ছেলে। ষষ্ঠ শ্রেণি। মুস্তাফা কামাল।

গরু গৃহপালিত প্রাণী চারটি পা দুইটি কান...এসব ঠিক আছে। গরুর মাথায় অল্প চুল থাকে। চুল বড় করে না। সব গরুর মাথায় আল্লাহ ব্রাশ ছাটি দিয়া রাখেন।

গরুর গোবর ও পেশাব জমিকে উর্বর করে। গরু লোকসংখ্যা কমাইতে সাহায্য করে। কারণ, গরুর গোস্ত খেয়ে হার্ট এটাকে, এসটোরোক ও এলার্জি রোগ হয়ে বহু মানুষ মারা যায়। গরুর রীন আমরা কখুনো শোধ করিতে পারিব না। আল্লাহ সব

গরুকে বেহেশত নসিব করুন।

মুস্তাফা কামাল একদম কামাল করে দিয়েছে। পান্ডেজিকে কয়েকটা পড়ে শোনাল মদন। পান্ডেজি সুনীল মাহাতোর লেখাটা পড়ে খুব উচ্ছ্বসিত। বললেন—আমরা ও আমার এই সেবা কেন্দ্রে বাধনা পর্ব করব। কার্তিক অমাবস্যাতে বাধনা পর্ব হয়, সেদিন দেওয়ালি ভি হয়। দেওয়ালির দিন গো সেবা করলে একস্ট্রা পুন্ন ভি হোবে। সেটাই কোরা যায় কিনা দেখেন। যে মেয়েটা অপকারিতা পরিচ্ছেদে লিখেছিল গরুর কোনও অপকারিতা নাই, সুমিত্রা পাত্র, ওর রচনাটাকেও শাবাশি দিলেন পান্ডেজি, উপসংহারের কবিতাটাও। বিশেষ করে এই লাইন দুটি—গোচনা যে গায়েতে ছিটায়/গঙ্গায় স্নানের পুণ্য ঘরে বসে পায়।

আরেব্বাঃ শাবাশ।

এবার অ্যাওয়ার্ডের জন্য জুরি বোর্ডের মিটিং। মদন দফাদার জুরি। মদন ভেবেছিল ওর জীবনে এমন দিনও আসবে কোনওদিন?

কোনটাকে ফার্স্ট করে, কোনটাকে সেকেন্ড? খুব মুশকিল। মদন সুনীল মাহাতোর দিকেই ঝুঁকেছিল। কিন্তু পান্ডেজি বললেন—আমি ভাবছি মুসলিম ছেলেটাকেই ফার্স্ট করে দিব। সাম্প্রদায়িক সোম্প্রিতি ভি হোবে, মেসেজ ভি দেয়া হবে যে গোমাঁস খেলে বেমারি হোয়। কত বড় কথা লিখেছে ভাবুন তো, পড়ুন আউর একবার পড়ুন। মদন পড়ে—গরু লোকসংখ্যা কমাইতে সাহায্য করে। কারণ গরুর গোস্ত খেয়ে হার্ট এটাকে, এসটোরোক এবং এলার্জি রোগে বহু লোকে...

ব্যাস ব্যাস ব্যাস...। আসলি বাত বলা হয়ে গেছে. উকেই ফার্ট করিয়ে দিলাম। মাহাতো সেকেন্ড, আউ ওই মেয়েটা, সুমিত্রা পাত্র থার্ড আছে।

প্যান্ডেল ট্যান্ডেল বানিয়ে, বক্স আনিয়ে পুরস্কার বিতরণী হল। দেখা গেল মোসলমান ছেলেটির বাবা নিচের হার্ডওয়ার দোকানের কর্মচারী আক্রাম আলি। মাননীয় কাউন্সিলর সাহেব এসেছিলেন। উনি বলেছিলেন গরু দিয়ে সবরকম প্রোগ্রামে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, কারণ কাউন্সিলর শব্দের প্রথমে কাউ আছে। উনি কথা রেখেছিলেন। মাননীয় এম এল এ সাহেবও কিছুক্ষণের জন্য পদধূলি দিয়েছিলেন।

গোরক্ষণী সমিতির সভাপতি স্বামী সগুনানন্দ এসেছিলেন। উনিই পুরস্কার হাতে তুলে দিলেন। কুকুর কল্যাণ পরিষদের মিস মলি মিত্রও খবর পেয়ে চলে এসেছিলেন। মাইক প্রায় কেড়ে নিয়েই বললেন—কাউ এবং ডগ দুটোই ম্যামাল। গরুকে ম্যাগো-ম্যাগো করে সম্মান দেখানো হয়, কিন্তু সে সম্মান কুকুরের প্রাপ্য। আমি কুকুরের বৃদ্ধাশ্রম করেছি। পান্ডেজি গরুর করলেন—। এইভাবেই আমরা স্বামী বিবেকানন্দর বাণীকে ছড়িয়ে দিতে পারব জীব সেবাই শিব সেবা। আর মাননীয় কাউন্সিলর মশাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আশ্চর্য উদাহরণ হিসেবে পান্ডেজির প্রশংসা করলেন, এবং কামালের সঙ্গে হাত মেলালেন, পিঠ চাপড়ালেন।

হায় কী অঘটন!

কার্তিক অমাবস্যা নিকটবর্তী হল। পান্ডেজির খুব ইচ্ছা এই ছাদেও বাঁধনা পরব হোক। সুনীল মাহাতোকে ডেকে আনা হল। ওর বাবা এখন একটা ছাপাখানায় কাজ করে। ও ক্লাস এইটে পড়ে। সে বিশদে জানাল বাঁধনা পরব কীভাবে হয়। কিন্তু যেটা বলল সেটা এখানে হবে কী করে? ঢোল খঞ্জনি বাজিয়ে বাঁধনা গান কে করবে আর বিকেলের হাঁড়িয়া টাড়িয়া একদম চলবে না। তবে গরুর কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা, গলায় মালা এসব চলতে পারে। ভালমন্দ খাওয়ালে তো খুব ভাল কথা। গজা, লাড্ডু, আপেল, শসা...। ভূসির সঙ্গে দু'মুঠো কাজু-কিশমিশও...।

একটি যুবতী গরু, মদন নাম দিয়েছে টুকটুকি, বছরখানেক আগেই বাচ্চা দিয়েছিল। অমাবস্যার আগের দিন সকাল থেকে সে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। এই ডাকের অর্থ মদন বোঝে। টুকটুকি পাল খাবে। কিন্তু আজ পবিত্র দিন। সকালে স্নান করানো হয়েছে, গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়া হয়েছে। সারার গায়ে। পান্ডেজি বললেন—আজ সংযম হোক, কাল বেবস্থা করিয়ে দেব। ষাঁড় বাবাজিকে ভাল করে বেন্ধে রাখুন।

পান্ডেজির বাড়ি থেকে খুব ঘিয়ের গন্ধ। গরুপূজার জন্য পুরি-পকোড়া তৈরি হচ্ছে। অনুপ জলোটা আর জগজিৎ সিংয়ের ভজন চলছে, আর পান্ডেজি তাঁর স্বাধ্বী স্ত্রীকে ডেকে এনেছেন। ফটোগ্রাফার এসে গেছে। ভিডিওগ্রাফার প্রায় রাইফেল শুটারের কায়দায় ক্যামেরা বাগিয়ে রয়েছেন। ওধার থেকে ষাঁড়জি তীব্র চোখে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছেন। ষাঁড়ের চোখে ভ্রু থাকে না, থাকলে বোঝা যেত বিচ্ছিরি রকমের ভ্রুকুঞ্চন।

প্রথমে সধবা এয়ো গাভী দিয়ে শুরু করা উচিত। টুকটুকি গাই সবচেয়ে এয়ো। প্রথমে শিংয়ে ঘি মাখাতে হয়। একটা কাঁসার বাটিতে খাঁটি গব্যঘৃত। গৃহেই প্রস্তুত। বাড়ির পরিচারিকা ধরে আছে বাটি। পান্ডেজি ওঁর স্বাধ্বী স্ত্রীকে বললেন—লিজিয়ে, শিং মে মর্দন কিজিয়ে। স্বাধ্বী পাটরানী পাটভাঙা গরদের শাড়িতে। গণ্ডদেশ ঘর্মাক্ত। ভয় পেয়েছেন। মাথা নাড়িয়ে আর আঙুলে শিং দেখিয়ে তাঁর ভয় প্রকাশ করলেন। মদন বলল—কিচ্ছু হবে না, গরু গুঁতোবে না। কিন্তু গরুটার কাছে ঘিয়ের বাটি নিয়ে যেতেই গরুটি কেমন যেন মাথা ঝাঁকাল। আসলে বলতে চেয়েছিল যার জিনিস তাকেই দিস, তার আবার বড়াই নিস। মাথা ঝাঁকানো দেখেই উল্টোদিকে ফিরলেন স্বাধ্বী। কিন্তু প্রথম কাজটা তো ঘরওয়ালিকেই করতে হয়। তাই ঘরওয়ালা পান্ডেজি বললেন—আর কি ডর নেহি স্রেফ টাচ কিজিয়ে। সেটাই করা হল কোনওরকমে। এবার ফল খাওয়ানো। আপেল-কলা-নেশপাতির খাওয়ার দিকে অতটা উৎসাহ নেই টুকটুকির। টুকটুকি পাল খেতে চায়। সে তার গর্ভাকাঙ্ক্ষার নির্ভেজাল হাম্বা নিনাদিত করল। ঘরওয়ালি ফলের থালাটা কোনওরকমে ঝপ করে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে এল

টুকটুকি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কলা মুখে নিল। এবার সিঁদুর দিতে হবে। ঘরওয়ালি আর এদিকে আসবে না। অগত্যা টুকটুকির কপালে সিঁদুর দেবার জন্য পান্ডেজিই সিঁদুরের রেকাবিটা নিয়ে সামনে এগোলেন। ষাঁড়টি কটমট করে তাকাচ্ছে। পান্ডেজি একখাবলা সিঁদুর নিয়ে টুকটুকির কপালে লেপন করে লাল টুকটুকে করে দিল। দণ্ডায়মান ষণ্ডটি তক্ষুনি ঘঁক ঘঁক ষণ্ডহুঙ্কারে নাইলন দড়ি লন্ডভন্ড করে শিং বাগিয়ে দুরন্ত তেড়ে এল। পান্ডেজি ভাগ্যিস সরে গিয়েছিলেন, কিন্তু ষাঁড়টি ছাদের পাঁচিলে সজোরে ধাক্কা দিল। পাঁচিলটি ডাবল বুল সিমেন্টে তৈরি ছিল না, সিঙ্গলবুলের থাক্কাতেই ভেঙে গেল এবং ষাঁড়জি দোতলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেলেন।

হায় কী অঘটন!

আইন আইনের পথে চলবে

আমাদের এই ষাঁড়টি পুরোনো বাড়ির ছাদের প্রাচীরের কিছু ইটসমেত নিচে পড়েই একটা বিকট আওয়াজ করল। মাথার শিং ভেঙে শিংয়ের গোড়া থেকে রক্ত পড়তে লাগল, চারটে পা ছুঁড়তে লাগল। ষাঁড়ের তলা থেকে আরও দুটো পা কয়েকবার নড়ে স্থির হয়ে গেল। ও দুটো পা মানুষের। দুটো হাতও দেখা গেল। মানুষের। ষাঁড়টির পা ছোঁড়া ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। কেউ ষাঁড়ের নাকের সামনে হাত নিয়ে দেখছে নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। পান্ডেজিও নিচে নেমে গেছেন, মদন, বাড়ির কাজের লোক সবাই, বাড়ির বারান্দায় কান্নার রোল। বধূ, পুত্রবধূরা সবাই বারান্দায়। গোহত্যা হয়ে গেল নাকি? রাস্তার লোকজন কষ্ট করে ষাঁড়টিকে সরাল। একটা মানুষ ষাঁড় চাপা পড়েছে। একতলার হার্ডওয়ারের দোকানের কর্মচারী আক্রাম। গরুরচনায় ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া মুস্তাফা কামালের বাবা। ওর মুখ থেকে রক্ত পড়ছে। লোকটা আর হাত-পা নাড়াচ্ছে না। নরহত্যা। নরহত্যার জন্য দায়ী কে?

ষাঁড়, ষাঁড়। আমি না। পান্ডেজি নিজে নিজে বিড়বিড় করে। লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। কেউ ষাঁড়ের মুখে জল এবং আক্রামের মুখে পানি দিচ্ছে। এখুনি হাসপাতালে নিতে হবে দুজনকেই। অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন গেল। একটি মানুষ ও একটি ষাঁড়। অ্যাম্বুল্যান্স বলল, ষাঁড়কে অ্যাম্বুল্যান্স বহন করবে না। ছি ছি। কী অন্যায়। গরুরচনায় কেউ লেখেনি যে গোজাতির জন্য এখনও এদেশে অ্যাম্বুল্যান্স নাই।

এ পাড়াটি মিশ্র অধিবাসীর এলাকা। বাঙালি অবাঙালি, আমিষাশী, নিরামিষাশী, গোপ্রেমিক, গোখাদক সবরকমের মানুষই আছে। একটি ছোটখাটো মসজিদ এবং মাঝারি মাপের মহাদেও মন্দির আছে। পান্ডেজির পরিবার সেই মন্দিরে ছুটে গেল। মন্দিরের সামনে বসানো মহাবৃষর কানে কানে বলল, তোমার ভাইকে বাঁচাও, সেই সঙ্গে আমাদেরও।

লোকজন ষাঁড়টির বুকের ওঠানামা লক্ষ্য করল। ষাঁড়টি মরেনি। একটা ম্যাটাডর ডেকে বেলগাছিয়ার পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ড্রাইভারের পাশে রাজেশ পান্ডে এবং ষাঁড়টির পাশে মদন এবং আরও কয়েকজন।

হাসপাতালে ভর্তি করা হল। রোগীর নাম অক্স রাজেশ পান্ডে। ষাঁড়টির অক্ষয়কুমার নাম হলেও ওই নাম লেখা হত না। ধরা যাক মধুমালতী সেন তাঁর স্ত্রী কুকুরটিকে পশু হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন, হাসপাতালের খাতায় লেখা হবে বিচ মধুমালতী সেন।

ডাক্তাররা ষাঁড়কে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন এবং স্যালাইন দিল, বলল, হয়তো পাঁজরার হাড় ভেঙেছে, মাথায় রক্ত জমেছে, বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না।

আক্রামকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জ্ঞান নেই। অক্সিজেন এবং স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তাররা বলছেন, হয়তো পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে, বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না।

সন্ধের সময় স্থানীয় মসজিদের ইমাম-সহ কয়েকজন পান্ডেজির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন, যদি আমাদের আক্রমের কিছু হয়ে যায়, উল্টাসিধা কিছু হয়ে যাবে। আর আপনিই এজন্য রেসপনসিবল থাকবেন।

পান্ডে বলে, আমার কী কসুর আছে, ষাঁড় একটা জানোয়ার আছে। জানোয়ারের মর্জির উপর আমার তো কুছু করার নেই। আর দেখেন, আমি কিন্তু এই আক্রামের ছেলেটাকে গরুরচনা কমপিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ দিয়েছি। সেটা তো বিচার বিমর্ষ করবেন। ওরা বলে—গরু ঘোড়া যা খুশি কমপিটিশন আপনি লাগান আমরা কিছু বলব না, কিন্তু আক্রামের এই ফাসাদের জন্য আপনি রেসপনসিবল। ষাঁড়টা কার?

পান্ডে অপরাধীর মতো বলে, আমার।

ওরা বলে, আক্রামের চিকিৎসার সব খরচ আপনাকেই দিতে হবে।

পান্ডে বলে, জি হাঁ, দিয়ে দিব।

ওরা বলে, যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় তাহলে কী হবে?

পান্ডে বলে, কুছু হোবে না, ভাইসাব, ষাঁড়জির যে মালিক, শিবমহাদেবজি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করছি আক্রামকে ঠিক করে দাও, আপনারা ভি আল্লার কাছে বলুন...

ওরা বলে, দোয়া প্রার্থনা সব হচ্ছে, উপরওলা কবুল করবেন কিনা সেটা উনি জানেন, কিন্তু বলে গেলাম, আমাদের আক্রামের কিছু হয়ে গেলে কিন্তু মসজিদে পাথর বসাবার জন্য পাঁচ লাখ আর ওর ফ্যামিলিকে দশ লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে।

হরহর মহাদেও মন্দির কমিটির লোকজন এসে বলল—শুনলাম মসজিদ কমিটি এসে আপনার বাড়িতে হামলা করছিল। কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, কুছু উল্টাসিধা হলে আমরা আছি। আমরা ট্যাকেল করে লিব। আমাদের স্রিফ দো লাখ টাকা দিয়ে দিবেন, আমরা একটা সিলভারের ঘণ্টা কিনব মন্দিরের জন্য। আর একটা কথা। এতদিন ওরা

গরু মেরেছে, এবার গরু জাতি যদি ওদের মারে, সিটা কিন্তু বুঝতে হবে উপরওলার ইচ্ছাতেই শোধবোধ হইয়েছে।

পান্ডেজি ওঁর ল-ইয়ারবাবুর কাছে গেলেন। গরুরচনা প্রতিযোগিতা থেকে সিঁদুরদান এবং ষণ্ডপতন, যাবতীয় বৃত্তান্ত বললেন। ল-ইয়ারবাবু বললেন—একদম ঘাবড়াবেন না। যদি লোকটার কিছু হয়ে যায়, আপনাকে আইন দায়ী করতে পারবে না। দায়ী হল ষাঁড়টা। ভারতের সংবিধানে ষাঁড়ের কোনও শাস্তির বিধান নেই। আর যদি ওদের উকিল পয়েন্ট তোলে যে আপনি কেন টুকটুকি নামে পরস্ত্রীর কপালে সিঁদুর দিয়েছেন, ওকে ঝেড়ে বসিয়ে দেব। টুকটুকি আপনার ষাঁড়ের বৈধ স্ত্রী নয়—একনম্বর পয়েন্ট। সিঁদুর দেয়া কোনও বেআইনি কাজ নয়। তাহলে আবির দেয়াটাও বেআইনি। আপনি উইথ গুড ইনটেনশন একটা গরুকে সাজাতে গিয়েছেন, এর কোনও সাজা হয় না। আর ওদের উকিল যদি ৩০৪ বা ৩০৬-এ ফাঁসাবার চেষ্টা করে, পারবে না। বলতে পারে কেন আপনি ষাঁড়টাকে ইনস্টিগেট করেছেন—মানে উত্তেজিত করেছেন কিংবা প্ররোচনা দিয়েছেন—আমি বলব—এটা রাজেশ পান্ডের দোষ নয়। দোষ যদি হয় তো কি মাহাতো যেন বললেন গরুরচনায় বাঁধনা পরব লিখেছিল, সেই রচনাতে গরুকে সিঁদুর পরানোর কথা লেখা ছিল, যদি প্ররোচনা দিয়ে থাকে তো ওই মাহাতো দিয়েছিল। আরে আমি লইয়ার সুবোধ সরখেল। টুকে পাশ করিনি। কেউ কিছু বললে আপনি শুধু একটা কথাই বলবেন—ওনলি ওয়ান সেনটেনস—আইন আইনের পথে চলবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন পান্ডেজি।

কিন্তু পান্ডেজি নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেন কই? আইনের পথ উকিলবাবু সামলাবেন, কিন্তু পাপের পথটা কে সামলাবেন? ষাঁড় মহারাজজি যদি না বাঁচেন তবে তো গোহত্যার পাপে পড়ে যেতে হবে। কী প্রায়শ্চিত্ত আছে সেটা জেনে নিতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত না করলে তো সোজা নরকে। তাই গুরু মহারাজজির কাছে গেলেন পান্ডেজি।

গুরুদেব সব শুনলেন। বললেন—ষাঁড় মহারাজজি যদি কৈলাসেই চলে যান, তার দেহটা সৎকার করতে হবে। আমাদের দেশে গো-জাতির জন্য শ্মশান নেই। যদি গ্রামদেশ হত, কাঠের চুল্লিতে দাহকরম করা হত। শহরে সে সব নেই। সরকারের কাছে মাঙ রাখতে হবে যে গো-জাতির জন্য শ্মশান চাই। শহরে গোরই দিতে হবে। তারপর শ্রাধ্ করতে হবে ভাল করে। আর গোবর আর গোচনা খেয়ে ব্রাহমন্‌কে দান দখছিনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্য একটা করতে হবে। লেকিন তোমার পাপ বেশি হবে না। পাপ হবে রাজমিস্ত্রির, যে প্রাচীরটা কমজোরি বানিয়েছিল। আর মানুষটা যদি মারা যায় কুনো পাপ নাই। অ্যাকসিডেন্ট। দুর্ঘটনা হল তো তুমি কী করবে।

চায়ের দোকানের বয়টা বলল পান্ডেজি, ষাঁড়টা যদি মরেই যায়, ভাল করে শ্রাদ্ধ করবেন তো, আমাদের খাওয়াবেন না?

মদন দফাদার বলল—কাল কালীঘাটে যাব। পুজো দেব। মা কালীর ক্ষমতা মনে

হয় মহাদেবের চেয়ে বেশি। দেখেননি, শিবের বুকের উপর কালীমা কেমন রংয়ে দাঁড়িয়ে থাকে?

একটা ইয়ং ছেলে রাস্তায় পান্ডেজিকে ধরল। বলল, আচ্ছা পান্ডেজি, যদি আপনার ষাঁড়টা মরেই যায় তবে তো কবরেই যাবে তাই তো? মুসলমান লোকটাও কবরেই। তবে তো ষাঁড়ও মুসলমান, তাই না? ইয়ার্কি ফাজলামি করছে ছেলেটা। বোঝাই যাচ্ছে। কিচ্ছু বললেন না পান্ডেজি। গাড্ডা মে শের ভি হুয়া বনজাতি হ্যায়। পান্ডেজির স্ত্রী হনুমান চালিশা পড়েই চলেছেন একটানা। বাহাত্তর ঘণ্টা পেরুতে এখনও অনেক দেরি। ঘুম আসে না পান্ডেজির।

ব্যাটা সুনীল মাহাতো! বাঁধনা পরব। কী দরকার ছিল এসব লেখার? শালা মদন দফাদার। গরুরচনা। গরু কোথাকার। ঘুম আসে না...।

কেমন একটা গুঞ্জন শুনতে পায় ভোরের দিকে। অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে যেন।

রাজেশ পান্ডে বলতে থাকেন আইন আইনের পথে চলবে...আইন আইনের পথে...।

একটা কথা ভেসে আসে—কিন্তু আইন তো অন্ধ। আইনকে পথ দেখাবে কে?

তখন যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে—আমি...আমি...আমি পথ দেখিয়ে দেব।

অনেকগুলো গলা, যারা আইনকে পথ দেখাবে। কাউন্সিলর সাহেবের গলাটা আছে। এমএলএ সাহেবের গলাও কি আছে? গুরুমহারাজের গলাটা তো চিনতেই পারা গেল।